# আমি আগেই জানতাম

"দেখলি? ক্রোয়েশিয়ার খেলাটা দেখলি?" মহা উত্তেজিত সূর্য। ফ্রান্সের কাছে ৪-৩ গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে মেসিরা বিদায় হওয়ার পর থেকেই তুমুল ক্রোয়েশিয়া-ভক্ত। ফাইনালে আবার ক্রোয়েশিয়ার সামনেই ফ্রান্স।

"একদম গ্রুপ লিগের ম্যাচ থেকেই, বুঝলি তো, মনে হচ্ছিল ক্রোয়েশিয়া অনেক দূর যাবে।" বিশেষজ্ঞের মতামত দেয় তপেশ। বাহান্ন কেজি ওজন, জীবনে কোনও দিন ফুটবলে পা না ছোঁয়ালেও গোপালের দোকানের আড্ডায় ফুটবলের ব্যাপারে তপেশই অথরিটি।

"বলিস কী! আর্জেন্টিনা না, ব্রাজ়িল না, জার্মানি না, ক্রোয়েশিয়া অনেক দূর যাবে, তুই জানতিস?" আপত্তি করে শিশির।

"বটে? তা গ্রুপ লিগে যখন আর্জেন্টিনা ক্রোয়েশিয়ার কাছে তিন গোল খেল, তখন বলেছিলি কেন, অঘটন?" শিবুদা এত ক্ষণে মুখ খোলেন। অনেক কিছুতেই আগ্রহ নেই শিবুদার, আর সেই লিস্টে ফুটবল একেবারে উপরের দিকে। বিশ্বকাপ শুরু হওয়া ইস্তক পাঁচন গেলা মুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সূর্য-তপেশদের লম্বা আড্ডা চলছিল যখন, তখন দু-হাতের তর্জনী একটা ক্লকওয়াইজ় আর অন্যটা অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ় ঘোরাচ্ছিলেন। আড্ডার কথাগুলো যে তাঁর কান এড়াচ্ছে না, বোঝা গেল।

"সে তো ভালোবাসা," উত্তর দেয় তপেশ। "না হলে এই আর্জেন্টিনা যে বেশি দূর যাবে না, তা আমি গোড়া থেকেই জানতাম। এ কি বার্সেলোনার টিম? একা মেসি কী করত? এদের একটা ইনিয়েস্তা আছে, না একটা সুয়ারেজ আছে? পাসটা বাড়াবে কে? অবশ্য, আপনাকে বলে লাভ নেই, হয়তো নামই শোনেননি এদের।"

"সেটা ভুল বলিসনি। কিন্তু, আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছিস। ক্রোয়েশিয়া ফাইনালে যাবে, আর আর্জেন্টিনা সেকেন্ড রাউন্ডেই বিদায় হবে, আগে থেকেই যদি জানতিস, তা হলে আর্জেন্টিনার পক্ষে বাজি ধরে বেড়াচ্ছিলি কেন?" শিবুদা ছাড়ার পাত্র নন। এ বার তপেশ থমকায়। গেল সপ্তাহেই শিশিরের কাছে পাঁচ হাজার টাকা খেসারত দিতে হয়েছে, ফ্রান্সের কাছে হেরে।

"এটা তপেশ কেন, কারও পক্ষেই কি জানা সম্ভব? নব্বই মিনিটের

মোট ৫৪০০ সেকেন্ডে ঠিক কী কী ঘটতে পারে, কোন ঘটনার মোড় থেকে পালটে যেতে পারে পুরো ঘটনাক্রম, সেটা আগে থেকে আঁচ করবে কী করে? আর একটা নয়, পর পর তিন-চারটে ম্যাচের গল্প পুরোটা আগে থাকতেই জানতাম বললেই হল?" এই আড্ডায় সূর্যকে একটানা এতগুলো কথা বলতে কেউ শোনেনি।

"সাবাশ, সূর্য! একদম মোক্ষম প্রশ্নটা করেছিস।" শিবুদা নড়ে বসলেন। "নাসিম তালেবের নাম শুনেছিস, তপেশ? বছর কয়েক আগে *দ্য ব্ল্যাক সোয়ান* নামে একটা বই লিখে বিস্তর নামডাক হয়েছিল তালেবের। তালেব বলেছিল, যে ঘটনা আগে থেকে বোঝার কোনও সম্ভাবনামাত্র নেই, সেটা ঘটে যাওয়ার পরও মানুষ বিশ্বাস করে, আগে থেকেই পুরোটা বোঝা যাচ্ছিল। বস্তুত, ঘটনাটা এমনই অনিবার্য ছিল যে, অন্য কিছু ঘটার কোনও উপায়ই ছিল না। সাইকোলজিতে প্রচুর গবেষণা এই বিশ্বাসটাকে— ঠিক করে বললে, ভ্রান্ত বিশ্বাস— নিয়ে। এর ভালো নাম হাইন্ডসাইট বায়াস। আর ডাকনাম কী জানিস? 'আই-নিউ-ইট-অল-অ্যালং' বায়াস। বাংলায় বললে, 'আমি-তখনই-জানতাম' ভ্রান্তি।"

"আমি জানতাম, আপনি ঠিক ফুটবলকে পাশ কাটিয়ে নিজের লাইনে ঢুকে পড়বেন," মুচকি হাসে তপেশ।

"এটাও জানতিস কি যে, গোপাল এখনও চা দিয়ে যাবে না?" প্রশ্নটা করেই 'এই গোপাল' বলে হাঁক পাড়েন শিবুদা। গোপাল এসে চায়ের কাপ নামিয়ে যায়। আয়েশ করে চুমুক দেন শিবুদা। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে ধোঁয়া ছাড়েন। তার পর প্রশ্ন করেন, "এই 'আমি-তখনই-জানতাম' ভ্রান্তিটা কেন হয়, জানিস? শুধু তো তপেশের মতো অপোগণ্ডরা নয়, গোটা দুনিয়া জুড়ে সর্ব ক্ষণ লোকে বলে চলেছে, এ আমি আগেই জানতাম। কেন বল দিকি?"

এই প্রশ্ন হল ধরতাই। শিশিররা চুপ করে থাকে। শিবুদাই বলবেন।

"কারণটা হল, আমাদের মনগুলো আসলে গল্প বানানোর মেশিন। যত ক্ষণ অবধি না একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প তৈরি হচ্ছে, আমাদের মন ভয়ানক অস্বস্তির মধ্যে থাকে।" আরও একটা সিগারেট ধরান শিবুদা। তার পর খানিক আপন মনেই বলতে থাকেন, "গল্প বানানোটা অবশ্য স্বাভাবিক। ভেবে দেখ, চারপাশে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, যুক্তি দিয়ে সেগুলোর একটাকে অন্যটার সঙ্গে জুড়তে পারি বলেই তো মানে তৈরি করতে পারি। ধর, একটা কড়াই উনুনে বসানো আছে, সেটা ধরলে হাত পুড়ে যাবে— এটা কিন্তু আমাদের মন অভিজ্ঞতা থেকে গল্প বানাতে জানে বলেই আমরা জানতে পারি। মনুষ্যজন্মের একেবারে বেসিক ট্রেনিং হল এই গল্প বানাতে পারা। মাস ছয়েকের বাচ্চাও কিন্তু শিখে যায়,

খাট থেকে মেঝেতে পড়লে ব্যথা লাগবে। দেখবি, বহু বাচ্চাই আগে বালিশটাকে ঠেলে ঠেলে মাটিতে ফেলে, তার পর সেটার উপরে পড়ে। এটাই গল্প বানানোর ক্ষমতার মাহাত্ম্য।

"মুশকিলটা কোথায় হয়, জানিস? চোখের সামনে যেটুকু আছে, যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, অথবা যেটুকু আমাদের আগের অভিজ্ঞতায় মনে জমা হয়েছে, তার বাইরে আমাদের মন আর গল্প বানাতে পারে না। ফলে, যে জিনিসটা এখনও অজানা, তার সম্পর্কে ঠিকঠাক গল্প তৈরি করা মনের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু, গল্প না বানিয়েও মন থাকতে পারে না। তখনই, যেটুকু জানে, তা দিয়েই না জানা অংশগুলোর ফাঁক ভরাট করে গল্প তৈরি করে মন।"

"সে তো বুঝলাম," তপেশ যথারীতি অধৈর্য, "এর সঙ্গে হাইন্ডসাইট বায়াস কোত্থেকে এল? ডায়মন্ড হারবার-রানাঘাট-তিব্বত?"

"এত বছরেও শিখলি না যে, শিবু সেন অবান্তর কথা বলে না," তপেশকে চুপ করিয়ে দেন শিবুদা। "সম্পর্ক আছে। ঘোরতর। ক্রোয়েশিয়া সেমিফাইনাল-ফাইনালে ওঠার পরই যে তোর মনে হল, তুই আগে থেকেই জানতিস ওরা এ বার ভালো খেলবে, সেটা কী করে হল? তোর মন গল্প বানাল বলেই। কী রকম গল্প, সেটা শোন। ক্রোয়েশিয়া ফাইনালে ওঠার পর— অথবা আগেই, সেমিফাইনাল খেলার সময়— তুই খুঁজে নিলি, কোন কোন কারণে ক্রোয়েশিয়া জিতছে। সেগুলোকে তোর মন পর পর জুড়ে নিল, যুক্তির সুতোয়। ব্যস, তুই একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প পেয়ে গেলি। তোর মন দেখারই চেষ্টা করল না যে, কোথায় কোথায় ওদের হেরে যাওয়ার মতো জিনিসও ছিল। অথবা, কোনখানে নেহাত ঘটনাক্রম বা ভাগ্য এসে স্থির করে দিল খেলার ফলাফল। বলে রাখছি, শোন, যদি আর্জেন্টিনা জিতত, তোর মন তখনও গল্প তৈরি করে নিত। তখন তুই জানতিস যে আর্জেন্টিনা জিতবে, এটা তুই আগেই জানতিস। এই যেমন, ভোটের রেজ়াল্ট বেরোলে টেলিভিশনের স্টুডিয়োতে বসে যাঁরা ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা একের পর এক ঘটনার কথা বলে বুঝিয়ে দেন, কেন এই ফলটাই হওয়ার ছিল। উলটো ফল হলে তাঁদের মন উলটো ব্যাখ্যা দিত।"

"মাথাটা গুলিয়ে দিলেন মশাই," শিশিরের মুখ ভ্যাবাচ্যাকা।

"মাথা গোলানোর এই তো শুরু, শিশিরবাবু," উত্তর দেন শিবুদা। "হাইন্ডসাইট বায়াসের খপ্পরে পড়ে চাকরির দুনিয়ায় কত লোক লেজেগোরবে হচ্ছে, খোঁজ রাখিস? ধর, তপেশ নিজের বসকে একটা নতুন আইডিয়া দিল। নতুন ধরনের বিজ্ঞাপন করবে। বস বললেন, বেশ তো, করো। তপেশও করল, আর পুরো ব্যাপারটা মুখ থুবড়ে পড়ল। ঘোর

সম্ভাবনা, তপেশের বসের তখন মনে হবে, তিনি আগেই জানতেন যে, পুরো ব্যাপারটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেন, সেটা একেবারে খাতায়-কলমে দেখিয়েও দেবেন— কোথায় কী কী গোলমাল ছিল, তার হদ্দমুদ্দ। তাঁর দোষ নয়। আইডিয়াটা ফ্লপ করার পরই তাঁর মন খুঁজে বার করবে ব্যর্থতার সম্ভাব্য কারণগুলো, আর সাজিয়ে ফেলবে একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প। ইয়ার্কি নয়, কর্পোরেট দুনিয়ায় হাইন্ডসাইট বায়াস একটা জ্বলজ্যান্ত সমস্যা।

"কর্পোরেট অশান্তি তো তুশ্চু, ২০০৭ সালে আমেরিকার সাবপ্রাইম ক্রাইসিসের পরও যে কত লোক 'আগেই জানতুম' বলে প্রবন্ধ লিখল, কাগজে বিবৃতি দিল, সে কথা মনে আছে? আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলো যে ভাবে বন্ধকের চেয়ে ঢের বেশি অংকের ঋণ বিলোচ্ছিল, তাতে এমন সঙ্কট অবধারিত, এ কথা তো রামা-শ্যামাও জানত— এই ছিল মোদ্দা বক্তব্য। ভেবে দ্যাখ, তালেব যে ঘটনাকে 'ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্ট' বলেছেন, মানে, যার ঘটার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ, এবং অতীতে যার কোনও অভিজ্ঞতা নেই— তেমন একটা ঘটনাও ঘটে যাওয়ার পর তার যুক্তিগ্রাহ্য গল্প বানাতে, এই সেই গল্পটা আগেই জানতাম বলে বিশ্বাস করতেও মানুষের সমস্যা হয়নি।"

"কী আশ্চর্য, এটা যে আগে জানা সম্ভব নয়, যারা জানতাম বলছিল, তারা এই কথাটা বুঝল না?" শিশিরের প্রশ্ন।

"বুঝল না, কারণ না বোঝারই কথা," উত্তর দেন শিবুদা। "বিবর্তন আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। নিজের জানার ওপর ভরসা রাখতেও। আমাদের মন বিশ্বাস করতেই রাজি নয় যে, আমাদের 'আগে থেকে জানা'টা আসলে ঘটনার পর কিছু বাছাই করা মুহূর্তর সঙ্গে অতীতের অভিজ্ঞতার সুবিধাবাদী মিশেল মাত্র। 'আমি জানতাম না' বা 'আমি বুঝতে পারিনি'— এটা মানতে আমাদের মন নিতান্ত নারাজ। তপেশের মন কি মানবে, সেকেন্ড রাউন্ডেই আর্জেন্টিনা ছিটকে যাবে, সেটা ও একেবারেই জানত না?"

"বুঝলাম," তপেশ উঠে পড়ে। "আজ রাত্রে কে জিতবে, শিবুদা?"

"এখন কেন, কাল ম্যাচের পর বলব তো আমি আগেই জানতাম," শিবুদা মুচকি হাসেন।

*আরও জানতে চাইলে*

**ক্রোয়েশিয়ার খেলাটা দেখলি?** ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে ২-১ গোলে হেরে ইংল্যান্ড বিদায় নেয়।

**নাসিম নিকোলাস তালেব** (জ. ১৯৬০), লেবনিজ়-আমেরিকান গণিতজ্ঞ, পরিসংখ্যানবিদ, অপশন ট্রেডার, রিস্ক অ্যানালিস্ট ও লেখক। ২০০১ থেকে ২০১৮-র মধ্যে অনিশ্চয়তার চরিত্র নিয়ে মোট পাঁচটি বই লিখেছেন। তার মধ্যে *দ্য ব্ল্যাক সোয়ান: দি ইমপ্যাক্ট অব হাইলি ইমপ্রবাবল*, পেঙ্গুইন, ২০০৭ সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

**হাইন্ডসাইট বায়াস** ১৯৭০-এর দশকে ড্যানিয়েল কানেম্যান ও অ্যামস ট্ভরস্কি-র হিউরিস্টিকস ও বায়াস সংক্রান্ত গবেষণা (পূর্ব-উল্লিখিত) থেকে অ্যাভেলিবিলিটি হিউরিস্টিক ও রিপ্রেসেন্টেটিভ হিউরিস্টিকস থেকে হাইন্ডসাইট বায়াস সংক্রান্ত গবেষণার সূত্রপাত। এ বিষয়ে একেবারে গোড়ার দিকের কাজ বারুচ ফিশফ ও রুথ বেথের। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের বেজিং ও মস্কো সফরে কী কী ঘটতে পারে, সে বিষয়ে একটি সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত নেন। সফর শেষে তাঁদের কাছেই প্রশ্ন করেন, যে জিনিসগুলি ঘটেছে, সেগুলি ঘটার সম্ভাবনা কত ছিল বলে তাঁরা আগে মনে করেছিলেন। দেখা যায়, সফরের আগে এই ঘটনাগুলিকে সমীক্ষার অংশগ্রহণকারীরা যতখানি সম্ভাব্য বলে মনে করেছিলেন, সফরের শেষে তাঁরা বলছেন, তাঁরা ঘটনাগুলিকে অনেক বেশি সম্ভাব্য ভেবেছিলেন। অর্থাৎ, এগুলো যে ঘটবে, তাঁরা আগেই জানতেন। বহু-চর্চিত এই গবেষণাপত্রটির নাম 'আই নিউ ইট উড হ্যাপেন: রিমেম্বার্ড প্রবাবিলিটিজ় অব ওয়ান্স-ফিউচার থিংগস', ফিশফ ও বেথ, *অর্গানাইজ়েশনাল বিহেভিয়র অ্যান্ড হিউম্যান পারফর্ম্যান্স*, ১৯৭৫।

*যে সব প্রসঙ্গ এসেছে: হাইন্ডসাইট বায়াস, ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্ট, আমেরিকার ২০০৭ সালের আর্থিক সঙ্কট।*

# ছাতা নেই মানেই বৃষ্টি?

নড়ে বসতে গিয়েই কাতরে উঠলেন শিবুদা। পিঠের ব্যথাটা কয়েক দিন যাবৎ একেবারে পেড়ে ফেলেছিল। আজই বেরিয়েছেন বাড়ি থেকে। আড্ডায় এসেছেন, আর কথায় কথায় তপেশকে ধমক দিচ্ছেন।

"আপনি তো শুনবেন না, কিন্তু হোমিয়োপ্যাথিতে এই ব্যথার ভালো ওষুধ ছিল," তপেশ বলল। পিসিমার জন্য প্রতি মাসে এক দিন এক ডাক্তারের চেম্বারে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হয় তপেশকে। সকাল থেকে রাত অবধি অপেক্ষা না করলে নাকি সেই ডাক্তারবাবুর দেখা মেলে না।

"তুই থাম", ফের ধমক দিলেন শিবুদা। "তোকে অনেক বার বলেছি, ভূত ভগবান জ্যোতিষ আর হোমিয়োপ্যাথি— এই চারটে কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করি না।"

"আপনি বিশ্বাস না করলেই হল?" তপেশও তেরিয়া। "হোমিয়োপ্যাথিতে কত লোকের কত জটিল রোগ সারছে, জানেন? সবাই কি বোকা যে ফল না হলেও চিকিৎসা চালিয়ে যাবে?"

"তপেশ কিন্তু কথাটা নেহাত ভুল বলছে না, শিবুদা," শিশিরও যোগ দেয়। "আমি মানি না ঠিকই, কিন্তু জ্যোতিষের আংটি পরে ভাগ্য ফিরে গিয়েছে, এ রকম লোক আপনি চেনেন না? বড়লোকদের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখবেন, কতগুলো আংটি পরে এক-এক জন।"

"তোর কী মত?" সূর্যের দিকে তাকান শিবুদা। সূর্য নির্বিকার ঘাড় নাড়ে, অর্থাৎ মত দিয়ে সে বেঘোরে মারা পড়তে নারাজ।

একটু নড়েচড়ে বসেন শিবুদা। কোনও ভাবেই সুবিধা হচ্ছে না, পিঠের ব্যথাটা জ্বালাচ্ছে। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, "জ্যোতিষের কথায় পরে আসছি, আগে হোমিয়োপ্যাথিটা সেরে নিই। অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল হেল্‌থ অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল হোমিয়োপ্যাথির চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর ১৮০০ গবেষণাপত্র নিয়ে সিস্টেম্যাটিক রিভিউ করে, এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানায়, ব্যাপারটা নিতান্তই ভাঁওতা। রোগ সারানোর ক্ষমতা হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের নেই। যেটুকু সারে, তা নিতান্তই প্লাসেবো এফেক্ট। মানে, তোকে ওষুধ বলে চিনির বড়ি খাইয়ে দিলেও যদি তুই ভাবিস ওষুধ খাচ্ছিস, তা হলেও অনেক রোগ সেরে যায়।"

"এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, শিবুদা," শিশির আপত্তি না করে পারে না।

"হচ্ছে না," শিবুদার সটান উত্তর। "যেটা হচ্ছে, তার নাম কনফার্মেশন বায়াস। ভেঙে বলি, শোন। মানুষের মন এক বিচিত্র বস্তু। মন যাতে বিশ্বাস করে, সেই বিশ্বাসের পক্ষেই প্রমাণ খুঁজে বেড়ায়। ধর, ছাতা নিয়ে না বেরোলেই বৃষ্টি হয়, এই বিশ্বাসটা তো রীতিমতো প্রমাণের ভিত্তিতেই আছে, তাই না? এ রকম কত দিন হয়েছে বল যে, তুই ছাতা নিয়ে বেরোসনি, আর ধুম বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে ফিরেছিস? কিন্তু, ভেবে দেখ, এ রকমও কত দিন হয়েছে যে, তুই ছাতা নিয়ে বেরিয়েছিস, আর তার পর বৃষ্টি এসেছে; অথবা, ছাতা নিয়ে বেরোসনি, বৃষ্টিও হয়নি; বা, ছাতা নিয়ে বেরিয়েছিস কিন্তু বৃষ্টি হয়নি? তোর মন সেই দিনগুলোর কথা মনে রাখে না, কারণ সেই দিনগুলো মনের বিশ্বাসের সঙ্গে ম্যাচ করে না।

"বিজ্ঞানের সঙ্গে কুসংস্কারের এখানেই আসল ফারাক। বিজ্ঞানে কোনও তত্ত্ব ঠিক কি না, তা যাচাই করার পথ হল, কোন কোন ভাবে তত্ত্বটা ভুল হতে পারে, তা পরীক্ষা করে দেখা। কোনও ভাবেই যদি তাকে ভুল প্রমাণ না করা যায়, তবেই সেটা ঠিক। আর, আমাদের মন সারা ক্ষণ শুধু মনের তত্ত্বটাকে ঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য প্রমাণ খোঁজে।

"হোমিয়োপ্যাথির গল্পটাও ঠিক তাই। তপেশের মতো যারা হোমিয়োপ্যাথিতে বিশ্বাসী, তারা শুধু খেয়াল রাখে, হোমিয়োপ্যাথিতে কার কোন রোগ সারল। কত জনের যে সারল না, সেই খোঁজ রাখে না। জ্যোতিষেও তেমন— কত লোকের হাত যে পাথর বয়ে বয়ে হন্যে হয়ে গেল, কিন্তু ভাগ্য ফিরল না এক চুলও, জ্যোতিষে বিশ্বাসীরা সেই হিসাবই রাখে না। কাজেই, তোদের বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র দাম নেই।" শিবুদা থামলেন।

"আমার বউও, বুঝলেন তো, যে দিনগুলোয় আমি ভেজা তোয়ালে বিছানায় ফেলে রাখি, শুধু সে দিনগুলোর কথা মনে রাখে," শিশির বলে।

"তোর তো ভাগ্যি ভালো যে, বউ শুধু গালি দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছে। কনফার্মেশন বায়াসের ধাক্কায় কত বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, শুনলে আঁতকে উঠবি," মুচকি হাসেন শিবুদা। "সেই সন্দেহবাতিকগ্রস্ত বউয়ের কথা ভাব, যে প্রতি দিন বরের জামায় অন্য মেয়ের চুল খুঁজত। পরকীয়ার হাতেগরম প্রমাণ। কোনও দিন একটা চুলও না খুঁজে পেয়ে শেষে খেপে গিয়ে বরকে বলেছিল, লজ্জা করে না, নিজের বউ থাকতে একটা টেকো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছ!"

"যত নারীবিদ্বেষী বাজে কথা! যে দিন ক্যানসেল হয়ে যাবেন, বুঝবেন ঠেলা," হাসি চেপে ছদ্ম-গম্ভীর ভঙ্গিতে বলে সূর্য। শিবুদা বলেন, "হাসির কথা নয় হে। যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ বলছে যে, তোর বিশ্বাসটা ভুল, কিন্তু তার পরও তুই সেই বিশ্বাস আঁকড়ে আছিস, আর প্রমাণগুলোকে

পাত্তা দিচ্ছিস না, বরং সেই প্রমাণগুলোকে নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে মানানসই করে তোলার মতো যুক্তি খাড়া করছিস— মনস্তত্ত্বের দুনিয়ায় এই ব্যাপারটা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। এবং, সবচেয়ে মারাত্মক কথা হল, সেই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, কনফার্মেশন বায়াসের থেকে কেউ মুক্ত নয়। এমনকি, বিজ্ঞানও নয়। কিন্তু, প্রশ্ন হল, কেন? দুনিয়াশুদ্ধ লোক বুঝতে পারছে যে একটা কথা ভুল, তবু তুই সেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবি কেন? বা, তোর মন সেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে কেন? কেন তোর মন বেছে বেছে সেই কথাগুলোই মনে রাখবে, যাতে তোর ধারণাটা সত্যি প্রমাণিত হয়? কেন তোর ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তথ্যটুকুই খুঁজবে, অথবা পরমহংসের মতো অন্য, বিপরীতমুখী তথ্যের জল সরিয়ে শুধু নিজের ধারণার সঙ্গে মানানসই তথ্যের দুধটুকু খেয়ে নেবে? যে কোনও তথ্যকে নিজের ধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে সেই সন্দেহবাতিকগ্রস্ত বউটির মতো?"

সবাই চুপ। পিঠের ব্যথা ভুলে শিবুদা যে অন্য প্রসঙ্গে গিয়েছেন, এবং তাঁর মেজাজটাও ঠিক হয়েছে, গোপালও টের পেয়েছে। চুপচাপ চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে গেল। শিবুদা চায়ে চুমুক দিলেন। শিশিরের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিক আপন মনেই বললেন, "এমআইটি-র *জার্নাল অব কগনিটিভ নিউরোসায়েন্সেস*-এ একটা পেপার বেরিয়েছিল। কনফার্মেশন বায়াস কোথা থেকে আসে, জানার জন্য ২০০৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে রিপাবলিকান জর্জ ডব্লিউ বুশ আর ডেমোক্র্যাট জন কেরির কট্টর সমর্থকদের জোগাড় করে আনা হয়েছিল। একটা এফএমআরআই যন্ত্র তাদের মগজের গতিবিধি মাপছিল। দেখা গেল, পছন্দের প্রার্থী সম্বন্ধে অপছন্দের কথা শুনলে মগজের সেই অংশটা সক্রিয় হয়ে উঠছে, যা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। অপছন্দের প্রার্থীর ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ঘটছে না মোটেও। অর্থাৎ, পছন্দের প্রার্থী সম্বন্ধে অপছন্দের কথা শুনলে মাথায় যেটা হচ্ছে, মনস্তত্ত্ববিদরা তাকে বলেন কগনিটিভ ডিসোন্যান্স— মানসিক অস্বস্তি। আর, জানিসই তো, মন এক বিচিত্র যন্ত্র। এই অস্বস্তিটা দূর করার জন্য মন নিজে থেকেই একটা গল্প বানিয়ে নেয়, যাতে অপছন্দের কথাগুলো আর থাকে না। মনও নিজের তৈরি করা গল্প নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাকে।"

"তার মানে, আপনি বলতে চান, আমার মন যেটা শুনতে চায়, যা দেখতে চায়, শুধু সেটাই দেখে?" মাথা চুলকে প্রশ্ন করে সূর্য।

"বলতে চাই না, সেটাই বলছি," *দেয়া নেয়া*-র কমল মিত্তিরের সুরে উত্তর দেন শিবুদা। "এই যে ঘরে ঘরে শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া, কেন বল দিকি? দু-জনই খালি পরস্পরের খারাপ দিকগুলো দেখে বলে। শাশুড়ির

শুধু চোখে পড়ে বউমা দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে— সে যে অফিস থেকে ফিরে রাত সাড়ে বারোটা অবধি সংসারের জোয়াল ঠেলে, সেটা মনেই থাকে না। বউমা শুধু দেখে, শাশুড়ি তার নামে পাড়া বেড়িয়ে নিন্দে করে। শাশুড়ির গুণগুলো চোখে পড়ে না। দোষ মনের। মন দেখতে চায় না বলেই চোখে পড়ে না। একে তো মন শুধু নিজের পক্ষে প্রমাণ খোঁজে। তার উপরে, বাস্তবের কোনও জিনিসই একেবারে সাদা-কালো নয়। ফলে, শাশুড়ি আর বউ, দু-জনেই ভালো-মন্দে মানুষ। নিজের পক্ষে প্রমাণ খুঁজতে মনের আরও সুবিধা।

"শাশুড়ি-বউকেও বাদ দে। শেয়ার বাজারের কথা ভাব। সেখানে মস্ত সব ফান্ড ম্যানেজাররা একটা শেয়ার বেচছে, পর ক্ষণেই অন্য শেয়ার কিনছে। কেন? তারা জানে, যেটা বেচছে, সেটার দাম পড়বে, আর যেটা কিনছে, সেটা লাভ দেবে। কিন্তু, যেটা বেচছে, সেটা কিনছে কে? আর যেটা কিনছে, সেটা বেচছে কে? তারাও তো শেয়ার বাজারেই করেকম্মে খায়। একটা শেয়ার সম্বন্ধে যে বেচছে, আর যে কিনছে, দু-জনের কাছে কার্যত সমান তথ্য রয়েছে। আসল ফারাকটা হল মনে, বুঝলি। দু-জনের মনে সেই শেয়ার সম্বন্ধে দু-রকম ধারণা আছে, আর তাই যে তথ্যগুলো দু-জনের কাছেই আছে, তার মানে দু-জনের কাছে সম্পূর্ণ উলটো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নে, এ বার উঠি, অনেক বকেছি।" শিবুদা উঠে পড়েন।

আর তখনই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে। শিবুদার হাতে ছাতা নেই। "আরও বেরোন ছাতা ছাড়া!" চিমটি কাটে তপেশ, "বলেছিলুম না, ছাতা নিয়ে না বেরোলেই বৃষ্টি হয়?"

*আরও জানতে চাইলে*

**আগে হোমিয়োপ্যাথিটা সেরে নিই** অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল হেলথ অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্স কাউন্সিল তাদের ২০১৫ সালের রিপোর্টে জানায় যে, কোনও অসুখই হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসায় সারে, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কাউন্সিল আরও লেখে যে, দীর্ঘমেয়াদি, গুরুতর বা গুরুতর হয়ে উঠতে পারে, এমন কোনও রোগের চিকিৎসায় হোমিয়োপ্যাথি ব্যবহার না করাই উচিত। সম্পূর্ণ রিপোর্টটি দেখা যাবে এখানে: https://www.nhmrc.gov.au/about-us/resources/homeopathy#:~:text=NHMRC%20has%20reviewed%20the%20scientific,reliable%20information%20about%20its%20use

**নিতান্তই প্লাসেবো এফেক্ট** প্লাসেবো বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেখা যেতে পারে এখানে https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/the-power-of-the-placebo-effect

**যেটা হচ্ছে, তার নাম কনফার্মেশন বায়াস** ১৯৬০-এর দশকে ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডন-এর কগনিটিভ সাইকোলজিস্ট পিটার ক্যাথকার্ট ওয়াসন (১৯২৪-২০০৩) প্রথম কনফার্মেশন বায়াস-এর তত্ত্বের অবতারণা করেন। বেশ কয়েকটি উদাহরণ পড়া যাবে এখানে: https://thedecisionlab.com/biases/confirmation-bias

**কনফার্মেশন বায়াস কোথা থেকে আসে** 'নিউরাল বেসেস অব মোটিভেটেড রিজ়নিং: অ্যান এফএমআরআই স্টাডি অব ইমোশনাল কনস্ট্রেনস অন পার্টিজ়ান পলিটিক্যাল জাজমেন্ট ইন দ্য ২০০৪ ইউএস প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন', ড্রিউ ওয়েস্টেন, পাভেল ব্ল্যাগভ, কিথ হ্যারেনস্কি, ক্লিন্ট কিল্টস ও স্টেফান হ্যামান, *জার্নাল অব কগনিটিভ নিউরোসায়েন্স*, ২০০৬

*যে সব প্রসঙ্গ এসেছে: প্লাসেবো এফেক্ট, কনফার্মেশন বায়াস, কগনিটিভ ডিসোন্যান্স।*